بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে শয়তান প্রসঙ্গ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানবজাতির সঠিক হেদায়াতের জন্য রাহমানুর রাহীম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। এ মহাগ্রন্থ শেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী যোগে নাযিল করা হয়েছে। আল কুরআনের শিক্ষার উপরই নির্ভর করে সমগ্র মানবজাতির দুনিয়াবী বা ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ ال عمران : ١٣٨

"এটা মানুষের জন্য এক বিবৃতি এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত বা উপদেশ।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮

কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারাই কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার প্রথম শর্ত। কুরআন না বুঝলে তাকওয়ার পথে চলা অসম্ভব। কারণ কুরআন যা মানতে বলে তা মানার জন্য এবং কুরআন যা ছাড়তে বলে তা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই হচ্ছে তাকওয়া। তাই দুনিয়ায় জীবন যাপনের সময় যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা অবশ্যই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ীই হতে হবে। তাই সকলকেই কুরআন বুঝতে হবে এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে কুরআনের সে শিক্ষা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে চলতে হবে। জীবনের কোনো দিকই কুরআনের শিক্ষার বাইরে হতে পারবে না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কোনো বিভাগই কুরআনের শিক্ষার বাইরে হতে পারবে না। জীবনের যতটুকু কুরআনের শিক্ষার বাইরে হবে ততটুকু আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে হবে। অর্থাৎ শয়তানের আনুগত্য হবে এবং তা একজন মুসলমানের জন্য অবশ্যই হারাম।

শয়তান মানবজাতির সাক্ষাত শত্রু। কাজেই শয়তানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, মানুষ যাতে কুরআন থেকে প্রকৃত পথের সন্ধান না পায়, তার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালানো। তাই আল্লাহ তা'আলা শয়তানের বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাঁর কিতাবে এরশাদ করেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ النحل : ٩٨

"যখন তোমরা কুরআন পড় তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করো।"–সূরা আন নাহল ঃ ৯৮

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার হুকুম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষ যখন কুরআন পাঠ করে তখন শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে তার দিকে ছুটে আসে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ - البقرة : ١٦٨

"এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○ - فاطر : ٦

"আসলে শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। সে তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করার জন্যই নিজের পথে আহ্বান করে।"–সূরা আল ফাতির ঃ ৬

শয়তানের প্রকৃত পরিচয় মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বিস্তারিতভাবে নানা প্রসঙ্গে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। সেসব বর্ণনাতে শয়তানের অবস্থান এবং তার কর্মসীমা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হওয়া আবশ্যক। মানব জীবনের সকল প্রকার অশান্তি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতার জন্য চির অভিশপ্ত শয়তানই দায়ী। শয়তানই মানুষের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও নতুন নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। সে-ই মানুষের মনে নানা প্রকার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও আইন অমান্য করতে উৎসাহ যোগায়। যুলুম, অত্যাচার, দুষ্কর্ম ও অন্যায়ের বীজ ছড়ায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ